হুগলী ভদ্রেশ্বরপাড়া আশ্রমের জন্ম কথা

শ্রীবিশ্বনাথ মল্লিক

১২।২।৮৪ তারিখে সন্ধ্যায়, টেপ রেকর্ডে শ্রীঅমিয় আঢ্য ও শ্রীরবি সরকার কর্তৃক বর্ণনা সংগৃহীত ও লিখিত :

জয়গুরু দাদা ! এমন জিনিষ পেয়েছি বিজয়দার দৌলতে। বিজয়দাকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। বিজয়দাই বাবা এলে আমাদের টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছেন। আমি আর শক্তি কুমার চক্রবর্ত্তী, আশ্রম আচার্য্য, দুজনে গেলাম বিজয়দার সাথে, মৌনী বাবাকে দেখলাম। প্রণাম করলাম। বাবা গায়ে মাথায় হাত বুলালেন। তারপর আমাদের খুব খাওয়ালেন, আদর করলেন পরে বল্লেন আবার আসিস। আবার কে আসে! এই খেলুম দেলুম আর বল্লুম—পরে দেখা যাবে—এই ঘটনা ১৩৪৭ সালে। তারপর আমরা যাতায়াত করছি—ক্রমশঃ যাতায়াত এবং তাঁর কাছে থাকার সময় বেশী হতে লাগলো। কি রকম একেবারে নেশার ঘোরের মত কলকাতা থেকে হুগলী ফিরে কোন রকমে জামা কাপড় ছেড়ে বাবার কাছে ছুটতাম।

আবার রাত্রি ১০টা/১০-৩০ মিনিটের সময়ে পালিয়ে আসতাম। একদিন ধরেছেন, না বলে কেন যাস ?, এতখানি পথ যেতে হবে আবার কাল কলকাতা যেতে হবে ইত্যাদি। বাবা বল্লেন, না, শুনে যাস্ আচ্ছা বাবা তাই হবে।

তারপর একদিন বাবা আমাদের সকলকে বল্লেন আমি কলিকাতায় রেল কোম্পানীতে রঞ্জনবাবুর বাড়ি যাব। তা তুই আমাকে নৈহাটি পৌছে দিয়ে আসবি ? আমি বল্লাম-আসব আমি শক্তি ও গোপালদা বলে আমার এক বন্ধু ছিল তিনজনে মিলে নৌকা করে যাচ্ছি—আর নৌকার খোলের ভিতর হরিপদবাবু, জ্ঞানবাবু, ঋষিবাবু, বিজয়দা আছেন। আর সুশীলদা আমাদের সহিত নৌকার বাইরে বসে আছেন। হঠাৎ বাবা আমাকে ডাকছেন। আমি ভাবছি বাবা আমাকে ডাকবে কেন ? অন্য কাউকে হয়ত ডাকছেন। সুশীলদা বল্লেন না, তোকে ডাকছেন। আমি গেলুম, প্রণাম করলুম, আমাকে প্রথম দেখালেন পা দুটি। বাবা মৌনী, হরিপদ দা ব্যাখ্যা করলেন। উনি বুড়ো হয়ে গেছেন। পা দুটো আর চলছে না। আর ঘুরতে ফিরতে পারছেন না। উনি এক জায়গায় স্থিত হতে চান। একবার দেখালেন মাথার চুলটা—তা আমাদের জন্য একটা ছোট্ট গুহা করে দিতে পারিস। আমি সেখানে বিশ্রাম টিশ্রাম করবো আর একটা ছোট স্থিত মন্দির। আর আমি কোথাও যাব না। কিন্তু গঙ্গার তীরে হওয়া চাই। আমি বল্লাম তাই হবে আবার তাই হবে বাবা। আমার যেমন কথা কিন্তু বিজয়দা বল্লেন তুই যে হবে হবে বলছিস —নারায়ণের সামনে, তা কি করে হবে ? অনেক টাকা খরচ। আমি বল্লাম লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—বিজয়দাকে বল্লাম সাক্ষাৎ নারায়ণ, মাথার উপর আকাশ, আর নীচে মা গঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছি। এই বলছি আমি 'ক'রে দেব'। তখন সব অবাক। তখনই ব'লে ছিলাম—লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। বাবার তখন খুব কান্না আমার কথা শুনে। আমাকে খুব আদর টাদর করলেন আর ঝর ঝর করে কাঁদলেন। যাইহোক বাবাকে ওপারে পৌছে দিয়ে আমরা হুগলীতে ফিরে এলাম। বাবা আমাকে শিয়ালদহে রঞ্জনবাবুর বাড়িতে খেতে বল্লেন। পরে একদিন রঞ্জনবাবুর কোয়াটারে গেলাম। বাবাকে প্রণাম করলাম। ইসারাতে বল্লেন এসেছিস আয় আয়। লিখে জানালেন ওরে আমায় মিতে—তুই এলি। বিজয়দা বল্লেন বিশা, বাবা তোর সংগে মিতে পাতালেন। তুই খুব ভাগ্যবান। বাবা লিখেছেন কাউকে আমি মিতে বলিনি—তোকে বল্লুম, তখনকার দিনে দুইবার ক'রে ব্যাখ্যা হ'তো, সকালে জল টল খাওয়ার পর ও সন্ধ্যায় অধিক রাত পর্য্যন্ত। এর কিছুদিন পরে বাবা হুগলী

এলেন : নানা জায়গায় জমি দেখা সুরু হল। কোন জায়গাই বাবার পছন্দ নয়। প্রতি রবিবারেই একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে আমি শক্তি ও গোপাল দা গঙ্গার ঘাট ধরে জমি খোঁজে বেড়িয়ে পড়তাম। তারপর এই জমি (বর্তমান আশ্রম) শক্তির ভাগনের জমি বাবার পছন্দ হল এবং কেনার ব্যবস্থা হল। সকলে বললেন কার নামে কেনা হবে। বাবা বললেন মিত্তের নামে কেনা হবে। আমি বললাম সেকি বাবা, তা হয় না, আপনার নামে হোক্। বাবা লিখে জানালেন—"না"। আমি কি কাছারি বাড়ি গিয়ে সই করবো ? তারপর আমার নামেই কেনাকাটা হয়ে জমি সাদাটাকা হ'তে লাগলো—তখন এনার্জি কত ! তার উপর সুদের বাজারে দু পয়সা আমদানি হচ্ছে—আর খরচারও বিরাম নেই। আশ্রয় তৈয়ারী হয়ে গেল। আমাকে (অমিয়) বললেন, তোমরা কি নাগেশ্বর বাবাকে নিয়ে এসেছ ? আর বাবা স্বয়ং মুক্তিনাথকে আবু পাহাড় থেকে নিয়ে এসেছেন। আমাকে নিজে এ কথা বলেছেন। "এই মূর্তি আবু পাহাড় থেকে বয়ে আনছি বাবা !" আবু পাহাড়ে গৌরীপট বাবার পছন্দ হয় নাই। গৌরীপট বেনারস থেকে বাবা নিজে আনিয়েছেন। আমাকে কিছু করতে হয় নাই। খালি প্রতিষ্ঠা-টা আমি করেছি।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সব আয়োজন চলতে লাগলো। বেনারস থেকে ১৩ জন পূজারী এলেন। রেশনের যুগ—জিনিষপত্র যোগাড় করা খুবই কষ্টকর ছিল কিন্তু বাবার দয়ায় সবই হয়ে গেল।

তারপর ভাল তিথি দেখে পুষ্যা নক্ষত্রে ১২ই মাঘ ইংরাজী ২৬শে জানুয়ারী দিন ধার্য্য হল। বাবা সেই সময়ে সুশীলদার বাড়িতে ছিলেন। আমার আত্মীয়ের একটা লেডি-ফিটন গাড়ি ছিল। সেই গাড়ীতে বাবাকে সুশীলদার বাড়ী থেকে আনা হল। বিজয়দা সুশীলদা, জ্ঞানদা সকলেই ঘোড়ার রাস্তায় ধরে হাটতে হাটতে চললেন। আমার একটা জাপানি নানারঙের ছাতি ছিল (এখনও আছে) আমি সেই ছাতি বাবার মাথায় ধরে সহিস যেখানে দাঁড়ায় সেখানে দাঁড়িয়ে রওনা হওয়া। আশ্রমে গেটের কাছে পৌছিতেই কালুর একটা রিভলবার ছিল তার আওয়াজ করে বাবাকে অভ্যর্থনা করলো—দুম করে আওয়াজ করার সংগে সংগে গেটের দরজা খুলে গেল—বাবাকে সকলে নামাতে গেলেন—বাবা বললেন, না, মিত্তে আমাকে নামাবে। আমি নামালাম, বাবা ভিতরে ঢোকার পর আমি সেখানে গড়াগড়ি খেলাম—তখন বেলা ৯টা।

আশ্রমের পূজা আরম্ভ হয়ে গেল হোমের জন্য ১১ টিন ভাল ঘি আনা হয়েছিল। পূজারী সকলকে তিলক পরিয়ে দিলেন। তখন নাটমন্দির টন্দির কিছু হয় নি—হোম কুণ্ড থাকার জায়গা ছিল। সেই সময়ে বাবা বলেছিলেন তোকে যপ্‌, কিছু করতে হবে না, তুই এখানে রোজ গড়াগড়ি দিবি, আমি হাত ধরে তোকে তুলে নিব। পূজা চলছে, বেলা আন্দাজ সাড়ে এগারোটার সময়ে পূজারীরা করছে কি ? দুই খানি পাতা উলটাইয়া (অর্থাৎ বাদ দিয়া) মন্ত্র বলতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাবা দূর থেকে সংগে সংগে ধরে ফেলেছেন। এবং পুনরায় সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ছাড়লেন। পূজারীও দেখলেন—এখানে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। এই পূজা শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর মুক্তিনাথের পূজা ও সন্ধ্যা আরতি হল। ১১০০ নিখুঁত বেলপাতার দ্বারা হোম হল। প্রতিটি বেলপাতায় চন্দন দিয়ে ওঁ মন্ত্রটি লেখা হয়েছিল—প্রতিষ্ঠার দিন খাবার দাবার প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিল। লোকও অনুমানের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছিল। পূজারী-দের বাবা মোহরদার বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন কারণ সেখানে হাতমুখ ধোওয়া ও থাকার ব্যবস্থা ভালই হবে। পূজারীদের খাবার-দাবারও মোহরদার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। খাবার দাবার দেখে পূজারীরা তো চ'টে গেল। এতক্ষণ খাটাখাটুনির পর এই খাবার ১৩ জন লোকের কি হবে ইত্যাদি। বাবাকে এসে বলা হল যে পূজারীরা বলছেন এত কম খাবারে কি হবে। বাবা বললেন, যাও, তাদের ঐ খাবার আগে খেতে বল। তারপর আমি খাবার 'পাঠাবো'। সেই প্রথম দেওয়া খাবারই তারা খেতে পারল না। অনেক খাবার পড়েছিল। তারা আর কোন কথা বলতে পারলো না।